তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১১/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ৪র্থ তলা
রুম নং-২০৬, ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিরুল হাসান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জনতা ব্যাংক লিঃ
এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়
১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-০২-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ০৯-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব শেখ জামিনুর রহমান (বর্তমানে- জানাব মোঃ আমিরুল হাসান), ডিজিএম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

ক) **জনতা ব্যাংকের সিএসআর ডেস্কে ২০০৯ সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নাম, পদবী, সময়কাল ও দায়িত্ব উল্লেখপূর্বক লিখিত বিবরণী।**
খ) **২০১৪ সালে সিএসআর খাতে বরাদ্দ ৩৫,০০ কোটি টাকার মধ্যে অদ্য পর্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে উহার নাম, ঠিকানা, টাকার পরিমান উল্লেখপূর্বক লিখিত বিবরণী।**
গ) **ব্যবসা উন্নয়ন খাতে ২০১৩ সাল থেকে অদ্য পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে উহার নাম, ঠিকানা, টাকার পরিমান উল্লেখপূর্বক লিখিত বিবরণী।**

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-১২-২০১৪ তারিখে জনাব ইফতেখার-উজ-জামান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২১-০১-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০১-২০১৫ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০২-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। পরবর্তীতে অনিবার্য কারণবশত শুনানীর তারিখ ১৮-০২-২০১৫ এর পরিবর্তে ২২-০২-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি পুনরায় সমন জারী করা হয়।

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আমিরুল হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা এবং তার পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব বি. এম. সুলতান মাহমুদ হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। পরবর্তীতে তিনি আংশিক তথ্য পেয়েছেন।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৫। প্রতিপক্ষ উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, প্রতিষ্ঠানিকখাতে সি.এস.আর তহবিল হতে ২০১৪ সালের ব্যয়ের তালিকা ও ২০১৩ সাল হতে অদ্যাবধি ব্যবসা উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের তালিকা তাকে প্রদান করা হলেও তা অভিযোগকারী গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে অভিযোগকারীকে তা রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হয়েছে। ব্যক্তিগত খাতে খরচের বিবরণ প্রদান করলে ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় এ তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সি.এস.আর তহবিল বরাদ্দের বিষয়ে গভর্ণিং বডি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিধায় ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী তথ্য প্রদান করা সমীচীন হবেনা। ক ক্রমিকের তথ্য প্রদান করা হলে ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে হয়রানি হতে পারেন এবং খ ক্রমিকের সিএসআর খাতে বরাদ্দকৃত টাকা যে সকল ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছে তাদের নাম, ঠিকানা প্রদান করা হলে তাদের জীবনের হুমকী হতে পারে বিধায় এ সকল তথ্য সরবরাহ করা হয়নি। এছাড়া ব্যবসা উন্নয়ন খাতে ব্যক্তিকে অনুদান প্রদান করা হয়না প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হয় বিধায় প্রতিষ্ঠানের তথ্য সরবরাহ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ বিভিন্ন ভূয়া সংগঠনের নাম উল্লেখপূর্বক যথাক্রমে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ এবং ১৭ (সতের) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অনুদান দাবী করেন। তার দাবী পূরন না করার কারণে তিনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করছেন।

০৬। কমিশন আবেদনকারীকে সিএসআর তহবিল হতে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবেদন করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন যে, তিনি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন দাখিল করেছেন।

০৭। সার্বিক বিবেচনায় অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্য কোন ব্যক্তিগত তথ্য নয় বিধায় এ সকল তথ্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রদানযোগ্য বিধায় সে তথ্য সরবরাহের কথা কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

উভয়পক্ষের এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত আংশিক তথ্য সরবরাহ করেছেন অবশিষ্ট তথ্য ব্যক্তিগত বিবেচনায় তা সরবরাহ করেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর অবশিষ্ট তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ২২-০৩-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]